

"হরতে কৃষ্ণ" শ্লোক থাকা কলরিসন্তরণ উপনষিদ নকল

**তাহলে এখন অনকে বট্টেণব রা বলতহে যতে, "হরতে কৃষ্ণ" শ্লোক থাকা কলরিসন্তরণ উপনষিদ নকল কনি তাৰ কমেন করে বুঝলনে?**

**উত্তর:** বদেশাস্তরে কোনো মন্তরে উপদশে থাকলে সেই মন্তরে ঋষিকে, ছন্দ কি, দবেতা কে, শক্তি বীজ কি এগুলির উল্লেখ থাকে সর্বদা।

কলরিসন্তরণ উপনষিদ নামরে য়ে গ্রন্থে "হরতে কৃষ্ণ" নামক শ্লোক রয়েছে, সখোনে এই "হরতে রাম হরতে কৃষ্ণ" শ্লোকরে দবেতা কে? ঋষিকে? ছন্দ কি? তা ঐ গ্রন্থে উল্লেখ নহে। এর থেকে পরষ্কার করহে নশ্চিতি হওয়া যায়. য়ে ঐ কলরিসন্তরণ উপনষিদ নামরে য়ে পুস্তকে "হরতে কৃষ্ণ" - উল্লেখ আছে তা সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

কোনো বট্টেণব পুরাণে এই "হরতে কৃষ্ণ হরতে রাম" কে শব্দপ্রমাণ সহ সমর্থন কথা হয়নি। এমনকি বট্টেণবপুরাণগুলির কোথাও উল্লেখ পর্যন্ত নহে "হরতে কৃষ্ণ" - শ্লোকরে, কলরি মহামন্তর হওয়া তো দূরে কথা।

অথচ শবিমহাপুরাণ থেকে শুরু করে সমস্ত শাস্তরে যজুর্বেদরে ১৬নং অধ্যায়রে ৪১নং মন্তর "নমঃ শবিায়." কে কলয়িগরে মহামন্তর বলা হয়েছে।

মহা পাশুপত পরম্পরার গুরুপরম্পরাগত মান্যতা অনুসারেও নমঃ শবিায়. মহামন্তরকে কলয়িগরে একমাত্র মুক্তরি পথ বলে মান্য করা হয়।

নমঃ শবিায়. মহামন্তররে ঋষি ছন্দ দবেতা উল্লেখ রয়েছে শাস্তরে তাহা প্রকৃত কলরিসন্তরণ উপনষিদে।

**এরই সাথে কবৈল্য উপনষিদেও বলা হয়েছে শতরুদ্রয়ি. পাঠ করলে পরমগতলাভ হয়। আর এই শতরুদ্রয়ি. সূক্তরে মধ্যহেই নমঃ শবিায়. মহামন্তর রয়েছে।**

কিন্তু কলয়িগরে প্রভাবে এই সত্য বলিপ্তরি পথে এগিয়ে যাচ্ছে তাই আমরা এই কলরিসন্তরণ উপনষিদ কে তুলে ধরা জন্য উদ্যোগ নবো।